সাইকো

রাজীব হোসাইন সরকার

উ ৎ স র্গ

প্রতি সপ্তাহে তিনি আমার মা'কে দেখতে আসতেন।
আমাকে দুইটাকার জিলাপি কিনে দিতেন।
আমি সারা সপ্তাহ মিষ্টি মিস্টি জিলাপির অপেক্ষায় থাকতাম।
এখন আর আসেন না।
যেখানে আছেন, সেখান থেকে ফেরার ব্যবস্থা নেই।
অথচ আমি এখনো দুইটাকার জিলাপির অপেক্ষায় থাকি।

নানাজান

আফসার আলির পুরাতন যন্ত্রণাটা আবার ফিরে এসেছে।

নাক তিরতির করে কাঁপছে। নাকের ছিদ্রদুটো ফুলেফেঁপে উঠছে। একটা পঁচা গন্ধ। কাঁচা মাংস কয়েকদিন পর পঁচে যেমন বোটকা গন্ধ করে, তেমন। গন্ধটা কোত্থেকে আসছে ধরতে পারছেন না। বৈকালিক বিমর্ষ বিড়ালের মতো খুব সাবধানে বিছানায় উঠে বসলেন। মাসুদা খাটের একদিকে হাঁটুমুড়ে শিশুর মতো শুয়ে আছে। সামান্য নড়াচড়ায় তার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙ্গলেই বিরক্ত করবে।

খাট থেকে নামা সহজ নয়। পুরান কালের কানোপি খাট। খাটের চতুর্দিকে শিফন পর্দা। ইউরোপিয়ান ডেকোর। পর্দা তুলে নামতে হয়। নামার সময় খাটে ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে শব্দ হয়। আফসার আলির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। ক্যানোপি খাট ক্যাঁচ করে ডেকে উঠলো। মাসুদা ঘুমের ঘোরে বলল, 'কুকুরটা নড়ে ক্যান?'

কুকুর সম্বোধনে অতি গর্হিত গালিটা তিনি আফসার আলিকেই দিয়েছে। বয়স হলে মানুষের স্মৃতিশক্তি লোপ পায়, মাসুদারও তাই হয়েছে। আজকাল মানুষজন খুব একটা চেনেন না। সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত তার স্মৃতিশক্তি ফ্রিজ হয়ে থাকে। এ সময়টায় কাউকে চিনতে পারেন না। কিছু দেখলে-শুনলে 'কুকুর' বলে গালি দেন। সূর্যের আলো বাড়ার সাথে-সাথে, মাসুদার মাথার জট খোলে। তখন সবাইকে চিনতে পারেন। হাসিমুখে কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

সূর্য ডুবলেই মাসুদার রূপ বদলে যায়। এখন অনেক রাত। কাচা ঘুম ভাঙা। এখন তো চেনার প্রশ্নই ওঠে না।

আজ দুপুরে মাসুদার মেজাজ বেশ ভালো।

পরপর দুইটা চা খেয়েছে। এখন তিন নাম্বার চলছে। চায়ে বড় চামুচে দুইবার চিনি নিয়েছেন। চিনিতে তার সমস্যা নেই। সমস্যা অন্যজনের। আফসার আলি ডায়াবেটিসের জন্য চায়ে চিনি খান না। মাসুদা তার জন্যও চা বানিয়েছে। চা না হয়ে, হয়েছে চিনির সিরা। চিনিতে জিহবা পোড়ে না কিন্তু আফসার আলির মনে হচ্ছে- চিনির কারণে তার জিহবা পুড়ে যাচ্ছে। মাসুদা সম্ভবত চিনির ব্যাপারটা ভুলে গেছে।

আফসার আলি চুপচাপ চা খাচ্ছেন। তার চোখ মাসুদার মুখের উপর। কী সুন্দর ধবধবে ফর্সা গোল মুখ। মাথায় কাপড় দেওয়ায় মাসুদাকে নতুন বউয়ের মতো দেখাচ্ছে। মাসুদার মাথাভর্তি চপচপ করে তেল দেওয়া। কপাল বেয়ে তেল পড়ছে। অত্যাধিক পানের কারণে ঠোঁট লাল হয়ে আছে। আফসার আলি ভ্রূ কুঁচকে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে আছেন। মাসুদার চুলের তেল, পানের লাল রং তাকে তিনযুগের পেশি সময় পেছনে নিয়ে যায়।

এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় তিনি মাসুদাকে দেখেন। কাঁটাবনের পাখির দোকানে দরদাম করছে। কী যেন একটা কাজে সেদিন তিনিও গিয়েছিলেন। দূর থেকে মাসুদাকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। কেন দাঁড়ালেন সেটা অব্যাখ্যেয়। সেই যে দাঁড়ালেন, এরপর আর এক কদমও এগোতে পারলেন না। ছয়মাসের মাথায় পরিচয় হলো। পরিচয়ের বছরখানেক পর তেজগাঁও কাজিবাড়িতে পালিয়ে বিয়ে করলেন। বিয়ের সবকিছু আয়োজন করেছিল বেলায়েত।

প্রফেসর ডা. বেলায়েত সাবের

এমবিবিএস

এফসিপিএস, এফ এ সি পি (ইউএসএ), ইন্টার্নাল মেডিসিন

বেলায়েত তার কনটেম্পোরারি চেয়ারে হেলান দিয়ে আছে।

ষাটোর্ধ হলেও বেলায়েতকে এখনো স্কুলের ক্যাপস্যুলের মতোই মনে হচ্ছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সমান পুরু। যেন চেয়ারে একটা বড় সাইজের কোলবালিশ হেলান দিয়ে রাখা।

বেলায়েত পরেছে নীল টি-শার্ট। এই বয়সী ডাক্তারকে নীল টি-শার্টে কোনো রোগী দেখলে নির্ঘাত চমকে যাবে। আবার, সেই টি-শার্টের মাঝখানে বড় করে লেখা- FU*K ME!!!

আফসার আলিকে দেখে বেলায়েত খুশিতে লাফ দিয়ে উঠলো।

'আয় আয়! একটা সুখবর আছে।'

'কী খবর?'

'শুধু খবর না। সীমার বাইরে সুখবর। এমন নিরামিষভাবে জানতে চাইলে হবে না। আবার জিজ্ঞাসা কর'।

'আমিষীয়ভাবে জানতে চাচ্ছি- খবর কী?'

'আগে হাত ধুয়ে ফেল। লাঞ্চ করি। তুই আমার সাথে খাবি। এরপর সুখবর বলবো।'

বেলায়েতের সীমার বাইরের সুখবর হলো- সে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হলেও সত্যিটা হল- এটা বেলায়েতের প্রথম বিয়ে।

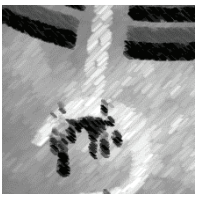

আফসার আলির চোখে ঘুম নামছে না।

ড্রয়িংরুমের ঘড়ির কাঁটার শব্দ তিনি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন। টিক টিক টিক টিক। রাত তিনটায় গির্জার ঘণ্টা বাজার সময় তার ঘুম ছুটে গেছে। তখন থেকে কানের মধ্যে টিকটিক ঢুকে আছে। চোখ বন্ধ করেই তিনি বলতে পারছেন, এখন তিনটা বেয়াল্লিশ মিনিট। সেকেন্ডের কাঁটা তেরো পার হয়ে চৌদ্দোয় নেমেছে। এখন পনেরো... ষোলো...

মাসুদা ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করছে। আফসার আলি কিছুক্ষণ চেষ্টা করলেন, মাসুদা কী বলছে শোনার জন্য। অধিকাংশ শব্দ জট পাকানো, মিনিংলেস। একবার বললো- 'হুশ হুশ'।যেন পাখি তাড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর- 'কুত্তা, তুই একটা দামড়া কুত্তা। কুত্তার ওজন বিশ কেজি।'

আফসার আলি কানকে আবারো ঘড়ির দিকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করছেন। সেকেন্ডের কাঁটা এখন কোথায় থাকতে পারে? সেকেন্ডের কাঁটা কী দিয়ে তৈরি? তার কী গন্ধ আছে? গন্ধ থাকলে বলে দিতে পারতেন কি?

ঝুনুকে ফোন দিলে বলে দিতো। লিভিং রুমের জন্য নিজের বানানো ভিন্টেজ ওয়াল ক্লক ঝুলিয়েছে ঝুনু। নন-টিকিং ক্লক। ঝুলানোর সময় ঝুনু গম্ভীর হয়ে বললো-

'সেকেন্ডের কাঁটা খুলে রেখেছি। তাতে কী সমস্যা হবে বাবা?'

'নারে মা।'

'কেন খুলে রাখলাম, জিজ্ঞাসা করবে না?'

'কেন খুলে রেখেছিস?'